আঞ্চলিক উপন্যাস :

তারাশঙ্করের রচনায় রাঢ়বাংলা, বিশেষ করে বীরভূমের সবধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বীরভূম বাসভূমি হওয়াতে তাঁর সাহিত্যের উপাদান বিশেষ করে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই সংগৃহীত ও রূপায়িত হয়েছে। এ ছাড়া পারিবারিক, রাজনীতি ও সমাজসেবা সূত্রে তিনি এই অঞ্চলটিকে ভালো করে দেখার ও বোঝার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এ অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে তাঁর অপরিসীম আগ্রহও ছিল। এই পরিচিত মানুষের মর্মমূলে প্রবেশ করে জীবনের গভীর গূঢ় রূপটির তাৎপর্য অনুভব করার সহজাত ক্ষমতাও ছিল তাঁর। সাধারণ মানুষ প্রতিদিন কত ঘটনা, কত মানুষ দেখে কিন্তু তাতে তাদের ভাবজগতে কি তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়? আর আলোড়ন সৃষ্টি হলেই তো হবে না—তাকে শিল্পসুষমামণ্ডিত করে সৃষ্টি করতে তো প্রতিভার প্রয়োজন। শিল্পীর মানসজগতে এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই এক রসাপ্লুত আবেদন নিয়ে আসে, আর তখনই তা শিল্পসম্মত ব্যঞ্জনা লাভ করে। তারাশঙ্করের মনোভূমিকে যেসব অভিজ্ঞতা আন্দোলিত করেছিল, তা তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে রসোত্তীর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিল বলা চলে।

বীরভূম বা লাভপুরের প্রতি এক সহজাত অনুরাগ ছিল তারাশঙ্করের। তাই পরমযত্নে তিনি সেই অঞ্চলের সকল বৈচিত্র্যকেই সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন—এবং তাঁর ভালোবাসার, স্নেহের মানুষগুলি খাঁটি দেশজ স্বভাব নিয়ে রসের সাগর সৃষ্টি করেছে। অঞ্চলবিশেষের এমন আনুপূর্বিক প্রস্ফুটন বাংলা সাহিত্যে তখন কমই হয়েছিল। তাঁর এই অঞ্চলকেন্দ্রিক রচনা বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে বলেই সম্ভবত অনেকে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে আঞ্চলিক আখ্যা দিয়ে থাকেন।

"তারাশঙ্করের রচনা আঞ্চলিক। অবশ্য যে কোন শিল্পীর উপরেই তাঁর নিজস্ব অঞ্চলের কমবেশি প্রভাব থাকে।...নিজের পরিচিত আঞ্চলিক সীমানাকে পারতপক্ষে তিনি অতিক্রম করতে চাননি। যেখানে করেছেন সেখানেই তাঁর কল্পনা আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, তাঁর লেখার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায়, তার প্রমাণ 'ঝড় ও ঝরা পাতা' বা 'মন্বন্তর'।...সাহিত্যে আঞ্চলিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক

Scanned by CamScanner

পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে—তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না, কখনো কখনো কোন বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে, এইগুলির ভিত্তিতেও কোন লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না, ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই কোন শিল্পীর উপর আরোপ করা সম্ভব, যখন বিশেষভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে—তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তিক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, আর স্থানিক সাহিত্য হয়েও রসাবেদনে তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যায়। এরস্কিন কলডওয়েলের God's little Acre, Tragic Ground, Tobbaco Road—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অনগ্রসর দুর্গত ও অভিশপ্ত অঞ্চলের কায়িক ও আত্মিক ইতিহাস। স্টেইনবেকের The Long Valley—তাঁর প্রধান সাহিত্যভূমি। জেমস জয়েসের Ulysses একান্তভাবেই Dubliner আর টমাস হার্ডির ওয়েসেক্স নভেলস তো স্বনামধন্য।

আসল কথা হল এদের সাহিত্য সৃষ্টি এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই সঞ্জাত এবং এই পটভূমিকে ভুলে গেলে এদের শিল্পীসত্তা বা শিল্পীরূপ কোনোটিকেই যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। স্রষ্টার ব্যক্তিচরিত্র যেহেতু এই বিশিষ্ট পরিবেশে গড়ে ওঠে, সেই কারণেই তাঁর বিশ্বাস, সংস্কার, শুভাশুভবোধ এবং জীবন সম্বন্ধে ধারণা প্রতিবেশী চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে তাঁর প্রতীতিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারাশঙ্করকে জানবার জন্যও তাই তাঁর ভৌগোলিক এবং মানবিক জগৎটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার।

হার্ডির পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের মতো, সেই রহস্যময় মহিমময় Egdon Heath-এর মতো এই জগৎটি রাঢ় অঞ্চল—প্রধানত বীরভূম জেলা।

এর এক প্রান্তে, শাল পলাশের বন আর এক প্রান্ত গিয়ে সীমা টেনেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাটে, মাঝখানে কোথাও কোথাও ফসলে ভরা ক্ষেত—কোথাও বা মহাকাশের কঙ্কর বিকীর্ণ বিশাল ব্রহ্মডাঙা—যার নাম হয়তো ছাতিমফাটার মাঠ।

এই মাটি হার্ডির মৃত্তিকার মতোই জীবন্ত—

'Like men, slighted and enduring and withal singularly colossal and mysterious in its swarthy monotony. It had a lonely face, suggesting tragical possibilities.' তারাশঙ্করের ভূগোলক্ষেত্রও অনুরূপ tragical possibilities সংকেতিত করে।"[২৮] এসব আলোচনা থেকে বলা চলে যে তারাশঙ্করের উপন্যাসের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটি অনেকেই স্বীকার করেছেন এবং এতে তাঁর উপন্যাস বিশেষ মাত্রায় উন্নীত হয়ে সার্থক হয়েছে। এবারে এই 'আঞ্চলিকতা' শব্দটির কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আঞ্চলিকতা বা Regionalism সম্পর্কে সুধী সমালোচকরা বলেছেন—"The representation in a body of literature, created either by a single writer or by a group of a particular locale. In regional literature, this locale is conceived of as a subject of interest in itself and much attention is devoted to its description. It may, infact, become so important as to play a role in the story and influence the lines of the character. Regional literature is likely to concern itself with

Scanned by CamScanner

life in rural areas or small towns rather than unban centres. The Fine Town novels of Arnold Bennett are examples of regional literature as are those novels of Thomas Hardy, such as Return of the Native and Mayor of Casterbridge, which are set in the countryside he called Wessex."[২৯]

যে রচনায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকেই 'আঞ্চলিক' বলা চলে। আঞ্চলিক উপন্যাসেও এই বিশিষ্টতা উপস্থাপিত হয়। প্রথমত এতে ভৌগোলিক সীমাসংহতির বিশেষ প্রয়োজন। কোনো অঞ্চলবিশেষ হবে এ জাতীয় উপন্যাসের পটভূমিকা—সমগ্র দেশ নয়। দ্বিতীয়ত উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চরিত্রে এই ভৌগোলিক সীমিত পটভূমি সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে এবং চরিত্রগুলি এই প্রকৃতি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিস্ফুট হবে। তৃতীয়ত মানুষ ও প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ রক্ষিত হবে। প্রকৃতি-পরিবেশ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রকে পরিচালনা ও পূর্ণতা দান করবে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের এই বিশিষ্টতা মানলে তার গভীর বাস্তবতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কারণ সমগ্র দেশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকা ছেড়ে যখন একটি অঞ্চলবিশেষকে উপন্যাসে ধরে রাখা হয়, তখন সে অঞ্চলটির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুধাবন প্রয়োজন হয়, প্রতিটি ব্যক্তির জীবন বা সমাজজীবনের খুঁটিনাটি তখন নজরে পড়ে। এমনকি তখন সে অঞ্চলের প্রকৃতি-পরিবেশকেও জীবন্ত তুলে ধরার অবকাশ থাকে। এভাবে আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি গোটা অঞ্চল সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয় এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এ জাতীয় উপন্যাসের বাস্তবভিত্তি অনেক সুদৃঢ় বলা চলে। এ ধরনের উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিককে যেমন অধিকতর নিষ্ঠাসহ বাস্তবসত্যের অনুসরণ ও উপলব্ধি করতে হয় তেমনি নিগূঢ় অভিজ্ঞতা নিয়ে অঞ্চলটির পূর্ণ পরিচয় দিতে হয়। তাঁকে এই অঞ্চলের ভাষা-উপভাষা, সাংস্কৃতিক উপাদান, ধর্মীয় ধারণা, সামাজিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয় এবং এই সামগ্রিক বাস্তব অবস্থানটি শিল্পসম্মতরূপে সাহিত্যে পরিস্ফুটিত হয়।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য কতটুকু কীভাবে আছে, তার বিচারেই উপন্যাসের আঞ্চলিক স্বভাবটি নির্ধারিত হতে পারে। রাঢ় অঞ্চলের মানুষ, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের বিপুল অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই অঞ্চলটিকে তিনি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছিলেন, ফলে এখানকার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তাঁর রচনায় এই মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ সব একাকার হয়ে তাতে এক নিবিড় আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এই বিশেষ অঞ্চলটিকে তিনি তাঁর শিল্পকুশলতায় নির্বিশেষে পরিণত করেছেন, এ খণ্ডভূমিকে কেন্দ্র করে তিনি এক অখণ্ড জগৎ ও জীবনের আবেদন সৃষ্টি করেছেন। লেখকের সৃষ্টি নৈপুণ্যে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে সুন্দর সজীব ও সার্থক।

তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাসেই এই অঞ্চলটির ছায়াপাত হলেও 'কবি', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'রাইকমল', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ইত্যাদিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের মানদণ্ডে

Scanned by CamScanner

বিচার করা যায়। এই উপন্যাসগুলিতে উন্মুখ-আকুল লেখক এ-অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে এমন একাত্ম হয়েছেন যা তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরতম স্তরে এক অপরূপ অনির্বচনীয় অনুরণন সৃষ্টি করেছে। তাই 'কবি'র নিতাই, ঠাকুরঝি বসন ; 'রাইকমলে'র কমলিনী, রসিকদাস ;গণদেবতা পঞ্চগ্রামের বিচিত্র জনতা ; 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র সুচাঁদ, নসুবালা, বনওয়ারী তাঁর সৃষ্টিতে অমর হয়ে আছে। অমর হয়ে আছে লাভপুর রেলস্টেশনের কৃষ্ণচূড়া আর বাঁকা সেই ছোটগাড়ির লাইন, হাঁসুলীর বাঁক, শ্যাওড়াবন, চন্দ্রবোড়া সাপ, বৈষ্ণবীর আখড়া আরও কত কী! তবে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' অতুলনীয় এবং বিশেষ করে এই উপন্যাসের জন্যই তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা যায়। এই উপন্যাসে প্রকৃতি কেবল পটভূমিকা হয়েই থাকেনি—সক্রিয় শক্তির ভূমিকা নিয়ে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে পরিচালিত করেছে এবং তাদের ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর অভিনব ব্যঞ্জনা অঞ্চল বা ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করে বিশ্বজনীন বিস্তৃতি লাভ করেছে।

"এ যাবৎ আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনিই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কারণ তাঁর উপন্যাসে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটেছে। ভৌগোলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'। এই উপন্যাসের প্রকৃতি কাহিনীর দিগন্তকে ঘিরে আছে, সেই সঙ্গে তা কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এখানে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই, নূতনত্বের উত্তেজনা সঞ্চারের চাতুরি নেই, স্বল্প অভিজ্ঞতার চমক নেই। কোপাইদহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহারদের গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। প্রকৃতির পরিবেশে বদ্ধমূল অপ্রাকৃত সংস্কার, যুগযুগ প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোককল্পনা উপন্যাসটিকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। শিমূল বেলবন, শ্যাওড়া বন, চন্দ্রবোড়া সাপ—সবকিছুতে দেবত্বের আরোপ হয়েছে। অন্ত্যজ নরগোষ্ঠীর লৌকিক ও অপ্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বীরভূমের উদাসীন প্রকৃতিই এখানে প্রতীকরূপ পেয়েছে কর্তাবাবা ও কালারুদ্দুরের চরিত্রে। একে কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাহারদের সমাজব্যবস্থাও এই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গোত্রপতির নেতৃত্বের দায়িত্ব, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা ও প্রবল হৃদয়াবেগের অনিবার্যলীলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্তঃসঙ্গতিনিবিড় আঞ্চলিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্ররচনা করেছে। এই সমাজে যূথপতি বনোয়ারীলালের কথাই শেষ কথা। এখানে পাখী ও করালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রিত। বাবা কালারুদ্দুর এই গোষ্ঠীর নিয়ন্তা—তিনিই এই সমাজকে চালনা করেন। তাঁর ক্রোধে বিনষ্টি, কৃপায় জীবনরক্ষা। কোপাইদহের দহ, বাঁধ, বেলগাছ, বাঁশঝাড়, শিমূল ও শ্যাওড়া বন, অতীতের বন্যা, বর্তমানের যুদ্ধ সবকিছুই কাহার গোষ্ঠীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারাশঙ্কর এই সবের মধ্য দিয়ে আদিমজীবনের বোধ উপস্থিত করেছেন, অপরকে নূতনকালের অনিবার্য পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে বাস্তববোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সবটা মিলিয়ে এক অখণ্ড বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যা আঞ্চলিক উপন্যাসের যথার্থ পটভূমি।"[৩০] শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'কে বিবেচনা করার পক্ষে এই আলোচনাই যথেষ্ট।

Scanned by CamScanner

উপন্যাসটি এই বিশিষ্ট গুণগুলির দাবিতেই শুধুমাত্র তারাশঙ্করেরই শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস নয়—বাংলা সাহিত্যজগতেও একখানি শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস বলে স্বীকৃত হতে কোনো বাধা নেই।

আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্য একটি শর্ত হল, তা সাধারণত নগরকেন্দ্রিক হয় না, গ্রাম অথবা ছোটশহর বা নতুন গড়ে উঠছে এমন শহরের পটভূমিকায় গল্পটি বর্ণিত হবে। তারাশঙ্করের উপন্যাস সে শর্তটিও পূরণ করেছে। কবি, রাইকমল, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম বা 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় পটভূমিকাটি অবশ্য গ্রাম। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় চন্দনপুর নামের যে অঞ্চলটির প্রসঙ্গ আছে, সেটাও নতুন করে গড়ে উঠছে এমন এক শিল্পশহর। চন্দনপুর গ্রাম নয়, নগরও নয়, ছোট নতুন এক কারখানাকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে এমন নতুন বসতি। করালী গ্রাম ছেড়ে এসে এখানেই কাজ করত এবং পরে যুদ্ধে বন্যায় বিধ্বস্ত কাহারদেরও দু-মুঠো অন্নের আশায় এখানেই ছুটে আসতে হয়েছিল। 'শুকসারীকথা'র পটভূমিকায়ও আছে এই চন্দনপুর, কালের পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে এই ছোট্ট চন্দনপুর ক্রমশ শহরে পরিণত হতে চলেছিল। তারই সঙ্গে চন্দনপুরের মানুষের মধ্যেও দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন—একালের আধুনিকতার স্পর্শ। তেমনি 'ভুবনপুরের হাট'কেও পরিবর্তনশীলতা ছুঁয়ে গেছে। গ্রাম্যহাট ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। অন্য আরও কিছু উপন্যাসেও তারাশঙ্কর এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই অজ পাড়াগাঁ, ছোট শহর, নতুন গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল তাঁর আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমি সৃষ্টিতে প্রাধান্যলাভ করেছে।

সাহিত্যে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য লেখকের সার্থকতালাভে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কারণ কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে সেই পরিবেশে সংস্থাপন করলেও তাতে বিশ্বজনীন মানবাত্মার প্রতিবিম্ব পরিস্ফুটনের প্রচেষ্টা থাকার কথা। এক অঞ্চলের লোকের ধ্যানধারণা, জীবনযাত্রাপদ্ধতি, ধর্মসংস্কৃতি বা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য থাকলেও মানবজীবনের মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। সাহিত্যগুণ নিয়ে রসোত্তীর্ণ হলেই তা সার্থক হয়ে ওঠে। কারণ বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকা বা পরিবেশে যাই থাক না কেন, সকল কালের, সকল অঞ্চলের, সকল মানুষের অন্তর্জগতে তো অনুভূতি উপলব্ধির তেমন কোনো বৈসাদৃশ্য থাকে না। সুতরাং ভাবজগতের যথাযথ রূপাঙ্কনেই ব্যক্তিবিশেষও বিশ্বজনীনতায় উত্তরণ করে। তাই আঞ্চলিকতা কখনোই বিশ্বজনীন আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আঞ্চলিক জীবনের মধ্যেই চিরন্তন মানবজীবনের সত্য প্রতিফলিত হয়। নানা ঘাত প্রতিঘাত বিশ্বাস সংস্কারের মধ্য দিয়েই সামগ্রিক জীবনবোধটির প্রকাশ হয় ও তাতে সর্বজনীন মানবজীবনের কামনা-বাসনা-আনন্দ-বেদনা পরিতাপ-প্রার্থনার বাঁশি বেজে ওঠে।

প্রমথনাথ বিশী বলেন—"শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মূলত আঞ্চলিক ফসল। বিশেষ অঞ্চলকেই অবলম্বন করে তার কলমের গুণে আর সেই কারণেই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। অঞ্চল বিশেষে সাহিত্যের যে ফসল জন্মে আর অঞ্চল বিশেষের মধ্যেই যার গুণাগুণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে তার হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা চলে না। যদিচ এই জাতীয় রচনাই সাহিত্যে বারো আনা। কিন্তু যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলি তাকে একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও সর্বজনীন হতে হবে।"[৩১]

Scanned by CamScanner

উচ্চাঙ্গের আঞ্চলিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যও এই অভিমতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন—"এক হিসাবে বহির্মুখী জীবন মাত্রই আঞ্চলিক, তবে কোন কোন উপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টির গভীরতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুণে জীবনের আঞ্চলিক রূপকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, অনেকে তা পারেন না, ...তারাশঙ্কর জীবনের রসিক ছিলেন, তাঁর সৃষ্টিতে তাই আঞ্চলিক জীবন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও চিরন্তন জীবন উপেক্ষিত হয়নি।"[৩২]

এই আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা তারাশঙ্করের সাহিত্যে অন্য একটি মাত্রা এনেছে। তাঁর উপন্যাস যদি শিল্পগুণ-হীনতার জন্য সমাদৃত বা উৎকৃষ্ট রসোত্তীর্ণ-সৃষ্টি হিসাবে বিবেচিত নাও হত, তবু রাঢ় অঞ্চলের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাস হিসাবে হয়তো এর অন্য মর্যাদাটি অক্ষুণ্ণ থাকত চিরকাল। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের একটি অঞ্চলের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ লিখে রেখেছেন। রাঢ় অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, আদিবাসীদের ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, ধর্মীয় সংস্কার, জীবনযাত্রা প্রণালীর তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। সুতরাং তাঁর সাহিত্য, সাহিত্য হিসাবে তো বটেই উপরন্তু এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থানলাভের যোগ্য। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেসব আদিবাসী বা জাতি-উপজাতির প্রাচীন জীবনধারা জনসাধারণের অজান্তে পরিবর্তিত হয়ে চলছে ও হতে চলেছে, ভবিষ্যতে কোনোদিন হয়তো তারাশঙ্করের উপন্যাস থেকেই সে তথ্য উদ্ধার সম্ভব হবে।

Scanned by CamScanner